সম্পূর্ণ রঙিন ফেলুদা কমিকস
রবার্টসনের রুবি
কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
লখনউ, ১৮৫৯
আই, প্যাট্রিক রবার্টসন ইজ দ্য ওনার অফ দিস বিউটি... দিস ইজ গ্রেট!
আজ ৪০ বছর পর ইংল্যান্ডে এই পাথরকে 'রবার্টসনের রুবি' বলে উল্লেখ করা হয়। আমি স্বীকার করছি এই রুবি আমি ভারতবর্ষ থেকে লুঠ করে নিয়ে এসেছি।
আমার বয়স হয়েছে... আমার মৃত্যুর পর যদি আমার কোনও বংশধর এই লেখা পড়ে এবং ভারতবর্ষে এই পাথর ফেরত দিয়ে দেয়, আমার আত্মা শান্তি পাবে।
আমি আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা প্যাট্রিক রবার্টসনের মনোবাঞ্ছা পূরণ করব। এই ব্যাপারে ফ্যামিলির সঙ্গে কথা বলে আমি ভারতবর্ষে নিয়ে যাব এই রুবি।
INDIAN MUS
সো আই অ্যাম হিয়ার। আমার সোজা কলকাতা আসার উদ্দেশ্য অবশ্য বাংলার টেরাকোটা মন্দির দেখা...ম্যাককাচনের বই পড়ে আমি জানতে পারি এই মন্দির সম্বন্ধে... বীরভূমে টেগোরের শান্তিনিকেতন দেখেই আমার এই যাত্রা শুরু করতে চাই।

...শুধু শান্তিনিকেতন কেন... বীরভূমে আরও অনেক দেখার জিনিস আছে।
বক্রেশ্বরের হট স্প্রিং। তারাপীঠ আছে। মামা-ভাগনের দুবরাজপুর আছে... অজস্র পোড়া ইটের মন্দির আছে...
...ভেঙেচুরে গিয়েছে... ও আবার দেখার কী আছে মশাই?
টেরাকোটা জানেন না... বাংলার এক বড় সম্পদ।
টেরাকোটা... বাঁকা বাড়ি?... টেরাকোটার পুতুল...
সেই টেরাকোটা। টেরা — টি ই আর আর এ মানে 'মাটি'... সি ও ডবল টি এ মানে 'পোড়া'। এই টেরাকোটার মন্দির ছড়িয়ে আছে সারা বাংলায়। তার মধ্যে সেরা কিছু মন্দির আছে বীরভূমে।
জানলুম।
আপনি জানেন না। অথচ একজন শেতাঙ্গ অধ্যাপক ডেভিড ম্যাককাচন এই নিয়ে যা কাজ করে গিয়েছেন তার তুলনা নেই।
আর-এক শেতাঙ্গরও জবাব নেই...
পিটার রবার্টসনের কথা বলছেন?
ইয়েস... একটা ১৫ কোটি টাকার রুবি ফেরত দিতে এসেছেন ভারতবর্ষে...
ফিফটিন মিলিয়ন, লালমোহনবাবু।
সত্যি মহৎ উদ্দেশ্য।

আপনার বন্ধুর কথা কী বলছিলেন?
শতদল সেন। স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছি। এখন বিশ্বভারতীর ইতিহাসের অধ্যাপক। অনেক দিন ধরে বলছে এখানে আসার জন্য...
সুস্বাগতম। এত দিন ধরে লেখালিখি করছিস লালু। অথচ রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাঁর জীবনের অনেকটাই কাটিয়েছেন সেইখানে আসতে এত দেরি...

'হনলুলুতে হুলস্থুল' যে লিখেছে, সে কবিগুরুর থেকে কী প্রেরণা পেতে পারে বল শতু...
বেটার লেট দ্যান নেভার।

লালুর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি।
আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েও ভাল লাগল। আশা করি আপনি কিছুটা হলেও সময় দিতে পারবেন...

নিশ্চয়ই। আজই বিকেলে 'উত্তরায়ণ' কমপ্লেক্সটা দেখে আসা যায়। চারটে নাগাদ। পিয়ার্সন পল্লিতে আমার বাড়ি 'শান্তিনিলয়'।

যে কেউ দেখিয়ে দেবে।

চারটেয় দেখা হচ্ছে ... চলি।

হোয়াট এ কো-কো-কো...

কোইনসিডেন্স! রবার্টসনসাহেব ইন পারসন!
হ্যালো।
হ্যালো।
ওয়েলকাম টু টেগোরস শান্তিনিকেতন।
থ্যাঙ্ক ইউ। আই অ্যাম পিটার রবার্টসন। অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড...
টমাস ম্যাক্সওয়েল।
লালমোহন গ্যাঙ্গুলি।
প্রদোষ মিটার।
তপেশ মিটার।
তুমি তো একটা মহৎ কাজে ভারতে এসেছ...
আমি আমার পূর্বপুরুষের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে এসেছি মাত্র।
তোমরা হয়তো একটু বিশ্রাম নিতে চাইবে... পরে কথা বলা যাবে।
এগুলো রেখে আসছি।
পরে...
তোমার লেখাও তো পড়লাম কাগজে...
ইয়েস। ডিড ইউ লাইক ইট?
অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লেখা। তুমি তো কলকাতা মিউজিয়ামের সঙ্গে কথা বলেছ...
ওরা খুব খুশি। দিল্লিতে জানিয়েছে। ওখান থেকে অনুমতি পেলেই আমরা পাথরটা আনুষ্ঠানিকভাবে মিউজিয়ামের হাতে তুলে দেব।
ইট মাস্ট বি ভেরি প্রেশাস?
ইয়েস। একশো আশি হাজার পাউন্ড।

এখানেও তো অনেকে মেনে গিয়েছে...
যা বলেছ। মিডিয়ার দৌলতে। অনেকেই যোগাযোগ করেছে। বলে দিয়েছি বিক্রি হবে না।
পাথরটা বোধ হয় তোমার কাছেই রয়েছে?
ওটা টমের জিম্মায়। এ ব্যাপারে ও আমার চেয়ে অনেক বেশি সাবধান। ওর সঙ্গে রিভলভারও আছে।
ক্যান উই হ্যাভ এ লুক অ্যাট দ্য জেম?
সার্টেনলি...
কী থ্রিলিং ব্যাপার... ভাবা যায় না...
বসো।
উঃ!
http://jhargramdevil.blogspot.com

ইটস অ্যামেজিং!
দেড় কোটি অ্যাট দ্য হ্যান্ড অফ মাই পাম... আই মিন অ্যাট দ্য পাম অফ মাই হ্যান্ড!
তোমার রিভলভারটা একবার দেখতে পারি?
প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর! তা হলে তো কোনও গন্ডগোল হলে তোমার শরণাপন্ন হতে হবে।
গন্ডগোল আশা করি হবে না।
যে রেটে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে গন্ডগোল হতে বাধ্য।
টমের ঠাকুরদার ঠাকুরদা ছিলেন বীরভূমে এক নীলকুঠির মালিক। ও একজন ফোটোগ্রাফার। আমি স্কুলে মাস্টারি করি।
তোমার এটা প্রয়োজন হয় কেন?
আমি অনেক দুর্গম জায়গায় গিয়ে ফোটো তুলি। এবারে স্পেশ্যাল পারমিশন নিতে হয়েছে।
পিটারের তো ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা যোগসূত্র রয়েছে। তোমারও আছে নাকি?
এ অঞ্চলে ফোটো তোলার অনেক জায়গা আছে...
আশা করি। আমার মনে হয় পভার্টি ইজ মোর ফোটোজেনিক দ্যান প্রসপারিটি।
ফোটো — হোয়াট?
ফোটোজেনিক... চিত্রগুণসম্পন্ন!
অ্যাঁ... হাড়হাভাতেরা আর মোর ফোটোজেনিক দ্যান যারা খেয়ে-পরে আছে?
ওয়েল, এখন উঠি। লাঞ্চের পরে দেখা হবে।
http://jhargramdevil.blogspot.com
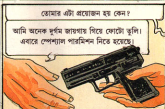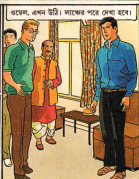
টুউট টুউট
পিটারসাহেবকে তো ভারতপ্রেমিক বলেই মনে হল... তবে কথায়-কথায় এইভাবে যাকেতাকে দেখিয়ে... মানে ইনক্লুডিং আস... একটা গন্ডগোল পাকাল বলে। তার মানে আপনাকেও লেগে পড়তে হবে। ছুটি...
আমি এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি ... লেগে যদি পড়তে হয় আপনি পড়ুন, আপনার লেখা নিয়ে।
ও কে মিস্টার ঢানঢানিয়া। কাল সকাল ১০টা। কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, ওটা আমি বেচব না।
এর মধ্যেই?
আর বলো কেন... মিঃ ঢানঢানিয়া ফ্রম দুবরাজপুর একবার পাথরটা দেখতে চায়। কীভাবে জেনে গিয়েছে আমি এখানে উঠেছি।
তুমি তো যেতে রাজি হয়ে গেলে...
হি অ্যাবসলিউটলি ইনসিস্টস...কাছেই হেতমপুর টেরাকোটা মন্দির রয়েছে...
শুধু মন্দির না... আরও অনেক দেখার আছে।
তোমরা যদি যাও খুব ভাল হয়।
হোয়াই নট... আমরা তো ঘুরতেই এসেছি।
আমাদের বাহনও রেডি।

উত্তরায়ণ।
ইট লুকস্ লাইক এ ফেয়ারিটেল প্যালেস!
ওঃ!
না মশাই... এখানে প্রখর রুদ্রর প্লট বেরোবে না।
An Original Jhargramdevil Release
এখানে কাছেই একটা ট্রাইবাল ভিলেজ রয়েছে। আমরা সেখানে যাচ্ছি। পরে দেখা হবে।
অলরাইট।
গোয়াল পাড়ার কথা বলছে।
প্রসপারিটি... নট ফোটোজেনিক!

বীরভূম নামটার মধ্যেই একটা ইয়ে আছে...
ঠিক প্রখর রুদ্রর উপযোগী নয়...
বীরভূমের ইতিহাস জানলে এ কথা বলতিস না, লালু।
দ্যাখ পড়ে... রেভারেন্ড প্রিচার্ড এক পাদরির 'লাইফ অ্যান্ড ওয়র্ক ইন বীরভূম' একশো বছর আগে লেখা। ইন্টারেস্টিং তথ্যে বোঝাই।
পরের দিন...
...চিনতে অসুবিধে হবে না।
এখানকার সবচেয়ে বড় বাড়ি।
আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য ওয়ান।
মিঃ রবার্টসন?
ইয়েস।
আই অ্যাম কিশোরীলাল... আমিই তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম... মাই ফাদার ইজ ওয়েটিং ফর ইট।
আমার এই বন্ধুরা...
সকলেই আসুন।

মিঃ রবার্টসন।
নমস্টে।
নমস্তে, নমস্তে।
দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড টম ম্যাক্সওয়েল।
?
নমস্তে।
অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড ইনস্পেক্টর চৌবে।
হ্যালো।
এরাও আমার বন্ধুস্থানীয়।
প্রদোষ মিত্র।
তপেশ।
গ্যাঙ্গুলি।
বৈঠিয়ে, সিট ডাউন।
কিশোরী, মিঠাইকে লিয়ে বোলো।
মে আই টেক সাম পিকচার্স, মিঃ ঢানঢানিয়া?
হোয়াট পিকচার্স?
অফ দিস রুম।
ঠিক হ্যায়... লেকিন পহলে তো উয়ো রুবি দেখলাইয়ে।
ইউ মে বাট হি ওয়ান্টস টু সি দ্য রুবি ফার্স্ট।
আই সি।

হোয়াট প্রাইজ ইন ইংল্যান্ড?
১৮০,০০০ পাউন্ড
হুম... ১৫০ লাখ রুপিজ়।...
আই উইল পে ইউ ১৫০ লাখ রুপিজ়।
?
হি মিনস ফিফটিন মিলিয়ন রুপিজ়।
আমার পূর্বপুরুষের ইচ্ছে ছিল এটা ভারতবর্ষে ফেরত যাক। আমি এ পাথর নিয়ে ব্যবসা করব না।
জাদুঘরে এই পাথর আলমারির মধ্যে পড়ে থাকবে। এত ভ্যালুয়েবল জিনিস ডিসপ্লে করার সিস্টেম এখানে নেই।
সে তো তোমায় বিক্রি করলে তুমিও বাক্স বন্দি করে রাখবে।
ননসেন্স। আমি আমার নিজের মিউজিয়াম করব। সালোর জং মিউজিয়ামের মতো... কলকাতায়। ইয়োর রুবি উইল বি ইন এ স্পেশ্যাল শো-কেস। তোমার ফ্যামিলির নামও থাকবে।
লাড্ডু খান, খেয়ে ডিসাইড করুন মিঃ রবার্টসন।

আর যাই হোক, ঢানঢানিয়া ইজ নো মগনলাল মেঘরাজ।
ওয়েল... মিঃ রবার্টসন
!
ওই শরীরে কী গলা!
ভেরি সরি মিঃ ঢানঢানিয়া। আমি তো বলেই ছিলাম এ পাথর বিক্রির নয়। তুমি এত করে দেখতে চাইলে তাই দেখাতে নিয়ে এলাম।
এমন একটা জিনিস এইভাবে ব্যাগে করে ঘুরে বেড়াচ্ছ... একটু রিস্কি হয়ে যাচ্ছে না কি? তুমি বললে নিরাপত্তার জন্য লোক দিতে পারি...
পুলিশ লাগবে না... চোর ছ্যাঁচোড়দের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি।
ঠিক আছে। এত কনফিডেন্স থাকলে আমার বলার কিছু নেই।
তোমরা ক'দিন আছ তো?
এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য হল টেরাকোটা মন্দির দেখা... ক'দিন আছি।
থিংক। মিঃ রবার্টসন। থিংক ফর টু ডেজ। দেন কাম টু মি।
ভেরি ওয়েল। ভেবেই না হয় তোমাকে জানাব।
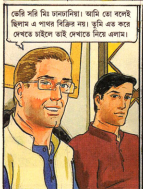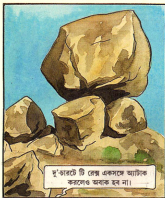
দু'-চারটে টি রেক্স একসঙ্গে অ্যাটাক করলেও অবাক হব না।
একেবারে দু'-চারটে?
এই পরিবেশে এর কমে কল্পনা করা যায় না ভাই তপেশ।
চারদিকে ত্রিসীমানায় কোনও পাথর দেখছি না, অথচ এইখানে এত পাথর, এই নিয়ে কোনও কিংবদন্তি নেই?
ডু ইউ নো গড হনুমান?
আই হ্যাভ হার্ড অফ হিম।
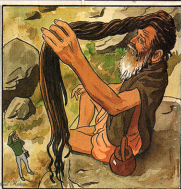
ওয়েল... হোয়েন গড হনুমান ওয়াজ ফ্লাইং থ্রু দ্য এয়ার উইথ মাউন্ট গন্ধমাদন অন হিজ হেড, সাম রকস ফ্রম দ্য মাউন্টেন ফেল হিয়ার ইন দুবরাজপুর।
ভেরি ইন্টারেস্টিং!
হনুমানের কিংবদন্তিটা বোধ হয় আপনার কল্পনাপ্রসূত?
নো স্যার! লজের ম্যানেজার বলেছেন। এখানে সকলে এটাই বিশ্বাস করে।
বাংলার ভ্রমণ তা বলেনি।
কী বলছে?
বলছে রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধনের জন্য পাথর আনালেন, তখন কিছু পাথর পুষ্পক রথ থেকে এখানে পড়ে যায়।
ভালই। তবে নট অ্যাজ গুড অ্যাজ মাই হনুমান।
?
... এখানে অনেকেই বিদেশিরা যে সব কিছুর ফোটো তুলে নিয়ে যায়, সেটা পছন্দ করে না।
কেন? চোখের সামনে যা ঘটছে তারই তো ফোটো তুলছি...
তাও বলছি... ভারতীয়রা এ ব্যাপারে একটু সেনসিটিভ। আমাদের কিন্তু...
হোয়াট দ্য হেল...
টম!

আপনার নাম শুনেই আপনাকে চিনেছি... এখানে কি বেড়াতে?
পুরোপুরি।
আপনি তো বিহারের লোক বোধ হয়..
হ্যাঁ, কিন্তু পাঁচ পুরুষ ধরে বীরভূমেই রয়েছি।
রবার্টসনের তো একটা কানেকশন রয়েছে। ম্যাক্সওয়েল ছেলেটির সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনও যোগসূত্র আছে কি?
ম্যাক্সওয়েলের ঠাকুরদার ঠাকুরদা এই বীরভূমেই একটা নীলকুঠির মালিক ছিল। নাম বোধ হয় রেজিল্যান্ড ম্যাক্সওয়েল।
?
কী ব্যাপার?
আশ্চর্য! ছেলেবেলায় বাপ-ঠাকুরদার মুখে এক ম্যাক্সওয়েলসাহেবের নাম শুনেছিলাম। লোকে বলত, ম্যাক্সিয়ালসাহেব। তারপর ক্রমে সেটা খ্যাঁকশিয়ালে পরিণত হয়।
কেন?
লোকটা ছিল ঘোর অত্যাচারী এবং অহংকারী। এর মধ্যেও দেখছি সেই গুণটা রয়েছে ... অথচ রবার্টসনকে দেখুন। সত্যি করেই ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের ভালবাসেন।

অবিশ্বাস্য, এ ধরনের কাজ আগে কোনওদিন দেখিনি!
টম তার সাবজেক্ট পেয়ে গিয়েছে।
দেড় কোটি দিয়ে পাথর কিনবে বলছে...
ওর সামর্থ্য আছে... এই তো কিশোরীর জন্য ইলামবাজারের কাছে বিশাল জমি কিনেছে... ছেলের ইচ্ছে রিসর্ট খোলার।
আপনার সঙ্গে তো যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে দেখলাম...
পরিচয় মানে ও আমাকে হাতে রাখতে চায়। ওর নানারকম ধোঁয়াটে কারবার আছে। তাই পুলিশের সঙ্গে দোস্তি রাখাটা দরকার। আমি চোখ-কান খোলা রেখেছি। গোলমাল দেখলে রেহাই দেব না।
আপনাদের কালকের প্ল্যান কী?
একবার কেন্দুলির মেলাটা দেখে আসব।

সকলে যাচ্ছেন... মানে সাহেবরাও?
সেরকমই তো মনে হয়।
ম্যাক্সওয়েলের উপর একটু নজর রাখবেন। ওর হাবভাব ভাল লাগছে না। মিঃ রবার্টসন যখন একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে এসেছেন, তখন আমাদের কর্তব্য দেখা, যেন গন্ডগোল পাকিয়ে না যায়।
আমিও এ ব্যাপারে অ্যাওয়ার।
মিঃ রবার্টসন আই প্রিজিউম।
ইয়েস...
আই অ্যাম জগন্নাথ চ্যাটার্জি। আমি একজন বীরভূম বিশেষজ্ঞ বলতে পার। এখানকার প্রত্যেকটা মন্দির আমার জানা। আই ক্যান ওয়ার্ক অ্যাজ ইয়োর গাইড।
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো।
মিঃ রবার্টসন?
ইয়েস?
মাই নেম ইজ ন্যাস্কার। ফোন করে জানতে পারি তুমি এখানে উঠেছ... মে উই গো টু ইয়োর রুম প্লিজ?
ও কে।
তোমরা বসো। উই উইল জয়েন ইউ।
http://jhargramdevil.blogspot.com
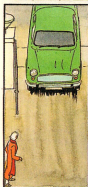
তুমি কি অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করো? তোমার কি সত্যিই ধারণা যে রুবিটা ভারতবর্ষে ফেরত দিলে তোমার পূর্বপুরুষের আত্মা শান্তি পাবে?
আমি কী বিশ্বাস করি সেটা জেনে কী হবে? যতদূর বুঝছি তুমি রুবিটা কেনার প্রস্তাব করছ। আমার উত্তর, ওটা বেচব না।
রুবিটার দাম কত হবে?
১৮০,০০০ পাউন্ড।
একবার দেখানো যায়?
তোমাদের তো ধনী বলে মনে হচ্ছে না...
কারণ, আমরা ধনী নই।
আমরা দু' জনে কিন্তু এক ছাঁচে ঢালা নই।
মানে?
বিক্রির ব্যাপারে ওর আপত্তি নেই। কিন্তু রুবিটা ওর প্রপার্টি নয়। কাজেই...
আমিও তো একজন ভারতবাসী... আমাকে বিক্রি করা মানে একভাবে দেখতে গেলে ভারতবর্ষেই ফেরত দেওয়া হল।
ভেরি লজিক্যাল...
এখানে আরও তিনদিন আছি। শান্তিনিকেতনেই আমার বাড়ি। অত সহজে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না। আই উইল পে ইউ ফিফটিন মিলিয়ন রুপিজ ফর দ্য জেম।
তোমার আগে দুবরাজপুরের একজন ব্যবসায়ী অফার দিয়ে রেখেছে।
ঢানঢানিয়া?
ওকে আমি খুব চিনি। ওকে ম্যানেজ করে দেব।
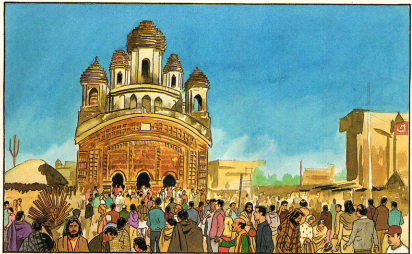
আমি অচল পয়সা হলাম রে ভবের বাজারে/ তাই ঘৃণা করে ছোঁয় আমায় রসিক দোকানদারে...
আসুন...
তোমাদের দু'জনের বন্ধুত্বে কি একটু চিড় ধরেছে?
আমরা একই স্কুল-কলেজে পড়েছি। আমাদের বন্ধুত্ব ২২ বছরের। কিন্তু ভারতবর্ষে আসার পর থেকেই ওর মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখছি। এখানে আসার আগে রুবিটা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারেও ও কোনও আপত্তি করেনি। কিন্তু এখন...

পাথরটা তো তোমার...
ঠিকই...কিন্তু বুঝতেই তো পারছ...এত বছরের বন্ধুত্ব...ও অবশ্য টাকা ধার হিসেবেই চাইছে। ওর অনেক রকমের প্ল্যান রয়েছে। ফোটোটা ভালই তোলে...
ও কোনও বড় অর্গানাইজেশনের সঙ্গে কথা বলছে না কেন... ইউ নো...
একটা কথা চলছে...
ফেলুদা...
টম শ্মশানের দিকে গিয়েছে... ওরা ক'জন বাধা দিতেও ফোটো তুলে যাচ্ছে...
নো সাহেব। নো পিকচার।
নো পিকচার!
!
http://jhargramdevil.blogspot.com

ট্রাবল!
আপনারা এইবারের মতো সাহেবকে মাপ করে দিন।
পিটার ডোন্ট!
মৃতদেহের ফোটো তুলে অন্যায় করেছেন। আমি সেটা ওকে বুঝিয়ে বলছি। এইবারের মতো মাপ করে দিন।
?
আপনি ফেলুদা নন?
হ্যাঁ। আমি ফেলু মিত্তির। ইনি আমাদের বন্ধু। দয়া করে এঁকে রেহাই দিন।
ঠিক আছে স্যার। আপনার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি।
চাঁদু... ফেলুদা রে...
আমি বদলা নেব। চাঁদু মল্লিকের কথা নড়চড় হয় না।

এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন?
আপনি যা আশঙ্কা করেছিলেন। চাঁদু মল্লিক নামটা চেনা মনে হচ্ছে?
বিলক্ষণ চেনা। হেতমপুরে থাকে। বারতিনেক জেলেও গিয়েছে।
টম মৃতদেহের ফোটো তুলতে গিয়ে গোলমাল বাধে। টম একটা ঘুসিও মারে চাঁদুকে। ও বলেছে বদলা নেবে।
প্লিজ কন্ট্রোল ইয়োর ফ্রেন্ডস টেম্পার। ৬০ বছর হয়ে গেল ভারত স্বাধীন। সেটা ও যেন ভুলে না যায়...
তুমিই ওকে বলো না। আমার মাথায় সমস্ত ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। আমি এই টমকে চিনি না।
আমি বলছি। কিন্তু পাথরটা কি তোমার কাছে রাখা যায় না...
আমার ভুলো মন। এত কিছুর পরেও বলছি, ও আমাকে না জানিয়ে কিছু করবে না।
ঠক
ঠক
ঠক
ঠক
ঠক
ঠক
কাম ইন।
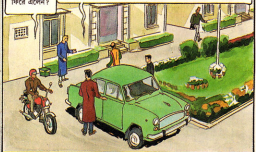
হ্যাভ ইউ কাম টু পুট প্রেশার অন মি?
না। একটা অনুরোধ। ভারতীয়দের প্রতি যতই বিদ্বেষ থাক না কেন, সেটা বাইরে প্রকাশ কোরো না।
আমি তো তোমার কথামতো চলব না। এই ক'দিন দেখলাম তোমরা আসলে কত পিছিয়ে আছ। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তোমাদের...
...উপর যেমন কর্তৃত্ব করে এসেছে এখনও তেমন দরকার। মাই গ্রেট গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ রাইট... এখন বুঝছি হাউ রাইট হি ওয়াজ।
তিনি ছিলেন নীলকুঠির মালিক। হি কিকড ওয়ান অফ হিজ সার্ভেন্ট টু ডেথ।
হিজ পাংখা-পুলার। কাজে ফাঁকি দিয়ে ব্যাটা ঘুমোচ্ছিল।
রেজিন্যাল্ড প্রচণ্ড রাগে তার কাজের লোককে মারতে-মারতে ওর ঘুম চিরনিদ্রায় পরিণত করে।
এই হচ্ছে রাইট ট্রিটমেন্ট।
টম!
তোমাদের আসার আসল উদ্দেশ্য তো রবার্টসনের রুবিটা ফেরত দেওয়া...
সেটা পিটারের উদ্দেশ্য... আমি এসেছি ফোটো তুলতে। স্বাধীন ভারতের আসল চেহারাটা তুলে ধরতে চাই।
দ্য সুনার ইউ লিভ আওয়ার কান্ট্রি দ্য বেটার, টম ম্যাক্সওয়েল।

এই পাংখা পুলারের কথাই রয়েছে রেভারেন্ড প্রিচার্ডের লেখা বইটিতে।
রেজিন্যাল্ডের কোনও শাস্তি হয়নি?
নো স্যার। রেভারেন্ড প্রিচার্ড হিরালালের ১১ বছরের অনাথ ছেলে অনন্ত নারায়ণের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করে। ছেলেটিকে ক্রিশ্চান করে একটি মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন।
খি খি খি খি
!
পাথরটা বিক্রি করলে ক্ষতি কোথায়?
কারণ, পাথরটা আমার নয়...
ওরকম লাফিয়ে উঠলেন কেন?
উনবিংশ শতাব্দীতে চলে গিয়েছিলাম তো... তাই প্রেজেন্ট ডে শকটা...
আর কিছু লেখা নেই?
অ্যাঁ?
এ পর্যন্ত পড়েছি... সেই ছেলেটির কী হল জানতে মন উদগ্রীব হয়ে আছে।

কী ব্যাপার পিটার?
আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু সেল দ্য রুবি।
সে কী? ঘরে এসো...
??
এই দূর দেশে এসে বন্ধুবিচ্ছেদের কথা ভেবে মনটা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তাই অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে...
তোমাদের সিদ্ধান্ত আমি নাকচ করার কে? আশা করেছিলাম যে, তোমার সিদ্ধান্তই কায়েম থাকবে।
কবে বিক্রি করার কথা ভাবছ?
ঢানঢানিয়ার সঙ্গে ফোনে কথা হয়ে গিয়েছে। পরশু সকাল দশটায় টাইম দিয়েছে।
আই অ্যাম ভেরি সরি।
পরের দিন...
গুড মর্নিং।
গুড মর্নিং।
আজ জব্বর সাঁওতাল নাচ আছে। একদল জাপানি টুরিস্ট এসেছে। তাদের জন্য ব্যবস্থা... আমি অবিশ্যি এসেছি আপনাদের সকলকে আমার বাড়িতে ইনভাইট করতে। রাত্রে ডিনার।
থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ...
আটটা নাগাদ চলে আসবেন। ডিনারের পরে সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে নাচ দেখা। কেমন?
দ্যাট উইল বি ওয়ান্ডারফুল।
আপনারা তো এখন বেরোচ্ছেন?
বক্রেশ্বর।
ডিনার খাইয়ে কী হবে... লাড্ডু খাইয়ে কার্যসিদ্ধি হয়ে গিয়েছে মিঃ ন্যাস্কার।
হ্যাভ এ নাইস ট্রিপ। গুড ডে।

এ যেন আদ্যিকালে এসে পড়েছি। বাংলায় এমন একটা পৌরাণিক জায়গা ছিল জানতুম না মশাই। মনে একটা আপনা থেকেই ভক্তিভাব জেগে ওঠে।
একান্ন পীঠের একপীঠ মহাপীঠ বক্রেশ্বর
পুজোটা না দিলে নিজেকে বড় অধার্মিক মনে হত।

শান্তিনিকেতন...
হিন্দী-ভবন
অবিশ্বাস্য!
সুবর্নরেখা
নাম কী?
তোর্সা।
বাঃ!
যিনি সই দিচ্ছিলেন... নাম কী?
ফেমাস রাইটার জটায়ু।
আটলান্টিক আতঙ্ক
জটায়ু
সন্ধেটা জমবে ভাল।
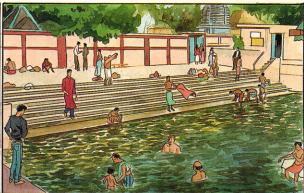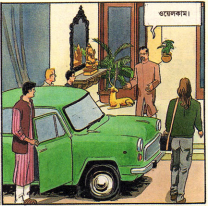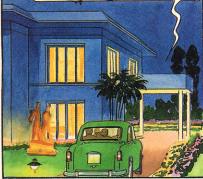
যখন শুনবে তুমি পাথরটা ঢানঢানিয়াকে বিক্রি করে দিচ্ছ, মিঃ ন্যাস্ক্যার উইল বি ডিসাপয়েন্টেড।
ওয়েলকাম।
সিট ডাউন জেন্টলমেন... হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ, হুইস্কি?
থ্যাঙ্ক ইউ।
আমরা ও রসে বঞ্চিত।
কোল্ড ড্রিঙ্কস ফর ইউ দেন।
ফাইন।
আমার সৌভাগ্য... বাংলার দুই ফেমাস পার্সন আজ আমার অতিথি।

আপনার নাম শুনেই বুঝেছি আপনি গোয়েন্দা মিঃ মিটার।
আপনার পরিচয় না দিলেও বাংলার জনপ্রিয়তম থ্রিলার রাইটার জটায়ু আপনাকে আমি ধরে ফেলেছি।
হেঁঃ, হেঁঃ...
রাইটার হু হ্যাজ গিভেন আস 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে', 'অতলান্তিক আতঙ্ক'... আসলে কী জানেন আমি সিরিয়াস বই একদম পড়ি না।
বিলিতি ক্রাইম ফিকশন... মাঝে-মাঝে দু'-একটা দিশিও চেখে দেখি আর দিশি মানে তো অনেকটাই আপনি...
এখন কী লিখছেন?
আপাতত রেস্ট। পুজোয় একটা বেরিয়েছে...
ও ইয়েস 'লন্ডনে লন্ডভন্ড'।
ওয়েল মিঃ রবার্টসন।
আমি পাথরটা বিক্রি করে দেব...
এক্সেলেন্ট!
মিঃ ঢানঢানিয়াকে বিক্রি করব।
নো মিঃ রবার্টসন। তুমি আমাকেই বিক্রি করবে।
বাট আই হ্যাভ সেট আপ মাই মাইন্ড।
কারণটা আমি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির মুখ দিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি, মিঃ গাঙ্গুলি!
আগগে...

আপনি কাইন্ডলি এই চেয়ারটায় এসে বসবেন কি?
আ... আমি?
হ্যাঁ আসুন।
আপনিই সবচেয়ে নিরপেক্ষ এবং অমায়িক। আপনি ভয় পাবেন না। আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না।
আমার একটা বিশেষ ক্ষমতার কথা আপনাদের বলাই হয়নি। আমি হিপনোটাইজ করতে পারি। যাকে করা হয় তাকে নানারকম প্রশ্ন করে সঠিক জবাব পেতে পারি। হিপনোটাইজড ব্যক্তি কখনও মিথ্যে বলে না।
আপনাদের অনুমতি নিয়ে মেন সুইচটা নেভাচ্ছি।
মিঃ লালমোহন গাঙ্গুলি... রিল্যাক্স করুন... রিল্যাক্স... আপনি সম্পূর্ণ আমার উপর নির্ভর করুন...
আমার উপর নির্ভর করুন। আপনার নিজের সত্তা লোপ পেতে বসেছে। সেই জায়গায় আসছে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞ মানুষ...
বিজ্ঞ মানুষ... বিজ্ঞ মানুষ... বিজ্ঞ মানুষ... বিজ্ঞ মানুষ...
বিজ্ঞ মানুষ...
বিজ্ঞ মানুষ...

বিজ্ঞ মানুষ...
আপনার নাম কী?
সর্বজ্ঞ গঙ্গোপাধ্যায়।
এ ঘরে ক'জন উপস্থিত আছেন?
ছ'জন।
তাঁদের সকলেই কি বাঙালি?
দু'জন সাহেব।
তাঁদের নাম কী?
পিটার রবার্টসন আর টম ম্যাক্সওয়েল।
তাঁরা কোথা থেকে আসছেন?
ল্যাঙ্কেশিয়ার, ইংল্যান্ড।
এঁদের বয়স কত?
তেত্রিশ।
এঁদের ভারতবর্ষে আসার উদ্দেশ্য কী?
পিটারের উদ্দেশ্য রবার্টসনের রুবি ফেরত দেওয়া।
সে রুবি কার কাছে আছে?
টম।
এই রুবির ভবিষ্যৎ কী?
বিক্রি হবে।
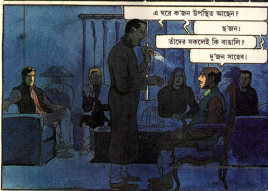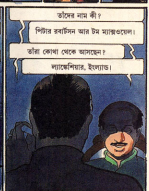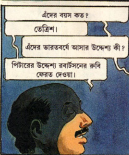
কে কিনবেন?
নস্কর।
কত দাম?
...
থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।
কত দাম?
ফিফটিন মিলিয়ন।
?
ওয়েল মিঃ রবার্টসন?
দ্যাট ওয়াজ মোস্ট ইমপ্রেসিভ। আই ডোন্ট নো হোয়াট টু থিঙ্ক।
এখন ভাবতে হবে না। আমার অফার তো রয়েছে।
খাবার দেওয়া হয়েছে।
কাম জেন্টলম্যান, ডিনার ইজ সার্ভড।
ইন্ডিয়ান ম্যাজিক...

তোর বন্ধু এসে গিয়েছে চাঁদু।
গুড ইভনিং। মিঃ রবার্টসন
আমিও লেগে পড়ি।
ইভনিং।
গো অ্যাহেড।
নাচের ব্যাপারে একটু বলো।
ও কে।
কেমন লাগছে?
ভাল।
আপনাদের পরিচিত অনেকেই এসেছে... চাঁদুও দলবল নিয়ে চলে এসেছে... আমার ছেলেরা রয়েছে... এখানে ও টমকে কিছু করতে পারবে না।
মা... ফেলুদা!

নাচ দেখুন... আমি একটু ওদিকটায়...
নিশ্চয়ই।
http://jhargramdevil.blogspot.com

টম...?
চৌবে কোথায় গেল...
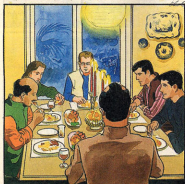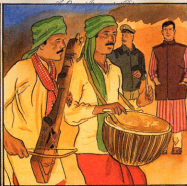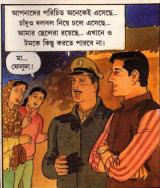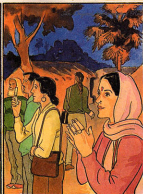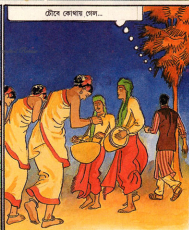
কত রকমের ক্ষমতা থাকে মানুষের...
আপনার শরীর খারাপ লাগছে না তো?
না। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। জানো ভাই তপেশ। কী যে করেছি আর বলেছি কিছুই মনে নেই।
সত্যিই অদ্ভুত... ওদের বয়স। ওরা ল্যাঙ্কেশিয়ার থেকে...
ল্যাঙ্কেশিয়ার?
অবশ্য এই সব খবরই...
ম্যাক্সওয়েলকে দেখেছিস?
এই তো ছিল...
আমি দেখছি... চাঁদুকে ওয়াচ করিস।
হ্যাভ ইউ সিন টম?
আমরাও তো...
কী ব্যাপার?
টমকে পাওয়া যাচ্ছে না...

টমকে দেখেছ?
এখানেই তো ছিল...
কাউকে খুঁজছ?
টমকে দেখেছ?
আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন ওদিকে গেল...
টম...টম...
কী ব্যাপার?
টম!
আর ইউ অলরাইট?
ইয়েস... দ্য রুবি...
দ্য রুবি ইজ গন!
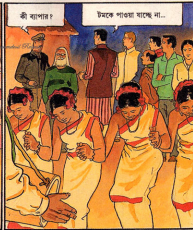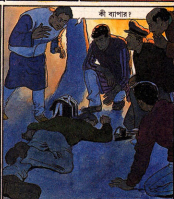
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে আয় আয় আয়...
ব্যাটার উচিত শিক্ষা হয়েছে!
শেষে এই ভাবে রুবিটা গেল... ঐতিহাসিক থেকে ব্যবসায়িক থেকে একটা মামুলি ছিনতাই। চাঁদু বলেছিল বদলা নেবে...
এত লোকের ভিড়... বদলা নিতে হলে মেরে পালিয়ে যেত। ব্যাগ ঘেঁটে রুবি বের করে...
রুবিটা যে ব্যাগে আছে... রুবির কথা তো জানার কথাই নয়।
অবিশ্যি সাধারণ চোর সাহেবের ব্যাগে টাকার আশায় ঘাটতে গিয়ে পাথরটা পেতে পারে... তবে মনে রাখতে হবে ক্যামেরাটাও কম দামি নয়।
যেখানে স্বয়ং ইনস্পেক্টর উপস্থিত।
উপস্থিত...
?
আমরা ওখানে পৌঁছই কখন?
দশটা বেজে পাঁচ হবে।
টমকে কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?
সাড়ে দশটা হবে।

চৌবেকে কখন শেষ দেখা যায়?
জাপানি টুরিস্টদের সঙ্গে কথা বলতে দেখি... ওই সাড়ে দশই হবে।
ইয়েস। ওয়াজ এনিবডি এল্‌স মিসিং?
না... এমনকী চাঁদু মল্লিকও ছিল।
কিন্তু ইন্সপেক্টর চৌবে এ কাজ করবে কেন?
টাকার লোভ... ঢানঢানিয়ার হয়ে কাজ করছেন?
অর সামথিং এল্‌স?
সোজা গিয়ে ডান হাতে পুকুর...লাল দরজা...
ধন্যবাদ।
http://jhargramdevil.blogspot.com

CHOWBE
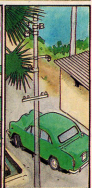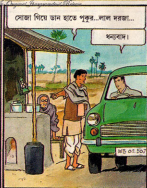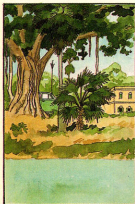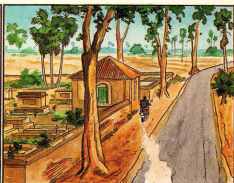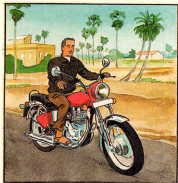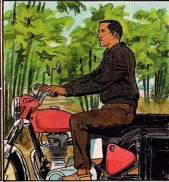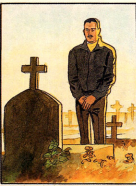
টম কেমন আছে?
অনেকটা ভাল। ...দুর্ভাগ্য, রুবিটা চলে গেল।
আমার খুব খারাপ লাগছে...
তোমার কী দোষ? এইভাবে পাথরটা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোই ভুল হয়েছে... তোমরা বলা সত্ত্বেও আমি শুনিনি।
যদি পাথরটা উদ্ধার হয় সেটা নিয়ে কী করবে ভাবছ?
আই হ্যাভ মেড আপ মাই মাইন্ড। প্যাট্রিক রবার্টসনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করাটাই হবে আমার লক্ষ্য।

চোখের মধ্যে বেশ একটা ইয়ে আছে...
মিঃ নস্করের কথা বলছেন?
হিপনোটাইজ করো আর স্লট মেশিনের মতো সত্য গলগল করে বেরিয়ে আসবে...
কোন সত্যিটা বেরিয়ে এল
বাঃ! তপেশ যে বলল ওদের বয়স বলে দিলুম ওরা ল্যাঙ্কেশিয়ার থেকে এসেছে...
দু'টো তথ্যই কাগজে বেরিয়েছে। টিভিতে বলেছে এবং আপনি পড়ে কিংবা শুনে থাকবেন।
তাই বুঝি?
ইয়েস স্যার। আর বাকি যা বলেছেন সেটা যে মিথ্যে সে তো প্রমাণই হয়ে গেল।
এটা কিন্তু সত্যি... কী ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন। একশো বছরের তফাতে দুই জেনারেশন কিন্তু এক মানসিকতা। অন্তত রেভারেন্ড প্রিচার্ড যা লিখে গিয়েছেন।
একটা লোককে স্রেফ লাথি মারতে মারতে মেরে ফেলল। সাহেবদের এই সব অত্যাচারের কথা পড়লে রক্ত গরম হয়ে যায় মশাই। আর টমকে দেখুন...
বইটা হয়ে গিয়েছে?
আজ সকালেই আপনাকে...
বাঁ দিকের ড্রয়ারটায় আছে।
আপনারা ঘুরে আসুন।
আপনি?
'লাইফ অ্যান্ড ওয়র্ক ইন বীরভূম'।

বাংলার গ্রামে স্পন্দিছে মোর প্রাণ
সেই কবে দেখা-আজও স্মৃতি অম্লান
যেদিকে ফেরাও দৃষ্টি
মানুষ ও প্রকৃতি দুইয়ে মিলে দ্যাখো কী অপরূপ সৃষ্টি!
জীর্ণ কোপাই সর্পিল গতি
মন বলে দেখে - মনোরম অতি
দুই পাশে ধান
প্রকৃতির দান
দুলে ওঠে সমীরণে।
বলে দেবে কবি
আঁকা রবে ছবি
চিরতরে মোর মনে।
কেস খতম। যা ভেবেছিলাম... জগন্নাথ চাটুজ্জে নিয়েছিল। একটু পুলিশি চাপ দিতেই বেরিয়ে পড়ল... একটা ফুলের টবে পুঁতে রেখেছিল।
নিয়ে এসেছেন?
ন্যাচারেলি।
লোকটিকে দেখে চোর বলে বিশ্বাস করা যায়, খতমকারী বলে যায় না।
মানুষের চেহারা দেখে সব সময় তার ভিতরটা জাজ করা যায় না মিঃ মিত্তির।
আমার অভিজ্ঞতাও তাই বলে।
তা হলে পাথরটা এবার স্বস্থানে চালান দিই?
চলুন।

ঠক্‌
ঠক্‌
কাম ইন
ইনসপেক্টর চৌবে...
ওয়েল মিঃ রবার্টসন। আই হ্যাভ এ লিটল গিফ্‌ট ফর ইউ।
বাট হোয়ার... হোয়ার?
সেটা না হয় নাই বললাম। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।
অ্যান্ড মিঃ ম্যাক্সওয়েল নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, ভারতীয় পুলিশ বেশ করিতকর্মা।
আই ডোন্ট নো বাট টু থ্যাঙ্ক ইউ।
ডোন্ট। তোমার মনে যে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রশ্নটা জেগেছে সেটাই বড় কথা।
রত্নগীরকে দেখিয়ে নিতে...
দরকার নেই... ইট ইজ রবার্টসন্‌স রুবি অলরাইট।
আসুন... তোপসে একটু কফি বল তো।
মিঃ চৌবে, আপনাকে ক'টা প্রশ্ন করতে চাই?
বলুন।
আপনি কি ক্রিশ্চান?
হঠাৎ এ প্রশ্ন?
বলুন না।
ইয়েস, আই অ্যাম এ ক্রিশ্চান।
আপনার ফ্যামিলিতে প্রথম কে ক্রিশ্চান হয় জানেন?

আমার ঠাকুরদা। অনন্ত নারায়ণ।
তাঁর বাবার নাম কি আপনার জানা আছে?
আছে, হিরালাল।
দ্য পাংখা-পুলার হু ওয়াজ কিক্‌ড টু ডেথ বাই রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল।
আ-আপনি জানলেন কী করে?
রেভারেন্ড প্রিচার্ড-এর একটা বই পড়ে।
উনি বই লিখে গিয়েছিলেন?
হ্যাঁ।
তা ছাড়া আজ সকালে আমিও সেমেটারিতে গিয়েছিলাম।
?!
আপনার প্রপিতামহের এইভাবে প্রাণত্যাগ করার ঘটনা আপনি ভুলতে পারেননি। ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছেন...
কী করে ভুলি... আমাদের ফ্যামিলির ইতিহাস।
...সেই রেজিন্যাল্ডের বংশধরের মধ্যেও ঔদ্ধত্য আর ভারতবিদ্বেষ দেখে... প্রতিহিংসাবশত টমকে বাড়ি মারেন...পাথরটা নেন, যাতে সন্দেহটা পড়ে ওদের উপর,যারা পাথরটা কিনতে চাইছে এবং চাঁদু অ্যান্ড জগন্নাথ।
এখন আমার কী শাস্তি হওয়া উচিত বলুন?
কিন্তু জগন্নাথ চাটুজ্জে এলেই তো...
উনি দশ দিনের জন্য বর্ধমান গিয়েছেন... ওঁর নাম করে অন্যায় করেছি...
আপনার কোনও শাস্তি হবে না। আপনার জায়গায় আমিও ঠিক এই জিনিসই করতাম। আপনি গুরু পাপে লঘু দণ্ড দিয়েছেন। আপনি নির্দোষ।
থ্যাঙ্ক ইউ, মিঃ মিত্তির।
(সমাপ্ত)